

34630 - ঈমান বল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে কী বুঝায়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আল্লাহর প্রতি পরপূর্ণ ঈমান বাস্তবায়নরে ফজলিত সম্পর্কে আমি প্রচুর পড়ছি, অনেকে শুনছি। আল্লাহর উপর ঈমান আনা বলতে কী বুঝায়; তা যদি একটু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন যাতো আমি পূর্ণ ঈমান বাস্তবায়ন করতে পারি এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীবর্গরে আদর্শ বরাদ্ধী সবকিছু থেকে দূরে থাকতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ হলো- “তাঁর অস্তিত্বরে প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। কোন সন্দেহে সংশয় ছাড়া এ বিশ্বাস স্থাপন করা যবে- তিনি একমাত্র প্রতাপালক (রব্ব), তিনি একমাত্র উপাস্য (মাবুদ) এবং তাঁর অনেকেগুলো নাম ও গুণ রয়েছে।” সুতরাং আল্লাহর উপর ঈমান চারটি বিষয়কে শামলি করে। যে ব্যক্তি এই চারটি বিষয়কে বাস্তবায়ন করবে, তিনি প্রকৃত মুমিন হিসেবে বিবেচিত হবেন।

প্রথমত: আল্লাহর অস্তিত্বরে প্রতি ঈমান আনা: ইসলামী শরিয়তরে অসংখ্য দলীল যমেন আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে তমেনি মানুষরে বিবেক-বুদ্ধি ও সাধারণ প্রবৃত্তি দ্বিধাহীনভাবে আল্লাহর অস্তিত্বরে প্রমাণ সাব্যস্ত করে।

১. আল্লাহর অস্তিত্বরে ব্যাপারে মানব ফতিরতরে বা প্রবৃত্তির প্রমাণ: প্রতিটি সৃষ্টিই স্বপ্রণোদিতভাবে তার স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসী হবে -এটাই যৌক্তিক। এ জন্য সুগভীর চিন্তা বা সুদীর্ঘ গবেষণার কোন প্রয়োজন নাই। সৃষ্টিমাত্রই এ স্বাভাবিক সুস্থ প্রবৃত্তির উপর টকি থাকবে, যতক্ষণ না তার অন্তরে এমন কোন ভ্রষ্টতা প্রবশে করে, যা তাকে এ থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “প্রতিটি নিবজাতক তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পতি-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খ্রিস্টান বানায় বা অগ্নিপূজক বানায়।” [বুখারী, ১৩৫৮ ও মুসলিম, ২৬৫৮]

২. আল্লাহর অস্তিত্বরে ব্যাপারে মানুষরে বিবেক-বুদ্ধির প্রমাণ: বিবেকবানমাত্রই বুঝতে পারে যে, পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যত মাখলুকাত অতিবাহিত হয়েছে বা হবে এদরে একজন স্রষ্টা থাকতই হবে। না থেকে কোন উপায় নাই। কেননা, কোন সৃষ্টি যমেন নজি নজিকে অস্তিত্ব দিতে পারে না, তমেনি দৈবক্রমে অস্তিত্ব আসাও সম্ভব নয়। সবে নজি নজিকে অস্তিত্ব দিতে পারবে না। কারণ কোন বস্তুই আপনাকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। অস্তিত্ব আসার আগে যে

নজি অস্বত্বিহীন ছিল, সে কভিবে স্রষ্টি হব? অনুরূপভাবে দবৈক্রমে হয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। কনেনা প্রতটি ঘটনার, প্রতটি কর্মেরে পছনে একজন কর্মকার থাকে। সর্বোপরি, এমন সুকৌশল-সুশৃঙ্খল-সুনিয়ন্ত্রিত-সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে পৃথিবী সৃষ্টি ও মানবজাতির আবর্তিত্ব এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এটি হিলোফলোয় আপনাআপনি হয়নি। আপনাআপনি বিশৃঙ্খলভাবে অস্বত্বিবে আসাই তে কোন কছির পক্ষে সম্ভব না, আর এভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে টিকে থাকা তে বহুদূরে কথা। সুতরাং সৃষ্টি যখন নজি নজিকে অস্বত্বি দানের ক্ষমতা রাখে না, আপনাআপনি হয়ে যাওয়াও যখন অবাস্তব, তখন একথাই প্রমাণিত হয় যে, একজন অস্বত্বিদানকারী আছেন। আর তিনি হলেন, “আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।”

এই বুদ্ধিবৃত্তিক অকাট্য প্রমাণ বর্ণনায় আল্লাহ নজি ইরশাদ করেন, “তারা কি স্রষ্টি ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে? নাকি তারা নজিরেই স্রষ্টি?” [সূরা তুর ৫২:৩৫] অর্থাৎ তারা স্রষ্টি ব্যতীত সৃষ্টি হয়নি এবং তারা নজিরে নজিদেরকে সৃষ্টি করেনি। সুতরাং এ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য জুবাইর ইবনে মুতয়মি যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সূরা তুরে এ আয়াতগুলো পড়তে শুনলেন- “তারা কি স্রষ্টি ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নজিরেই স্রষ্টি? তারা কি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তে অবশ্বাসী। তেয়ার প্রতপালকের ধনভাণ্ডার কি তাদের নকিট আছে? না কি তারা এর নিয়ন্ত্রক?” [সূরা তুর ৫২:৩৫-৩৭] তখন তিনি মুশরকি হওয়া সত্ববে বলে উঠলেন: “আমার হৃদয় যনে উড়ে যাবে। এ আয়াতগুলো আমার অন্তঃকরণে প্রথম ঈমানের আলো জ্বালিয়ে তুললো।” [বুখারী কয়কেটি স্থানে হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন]

একটি উদাহরণে মাধ্যমে আমরা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারব- “আপনার কাছে এসে কটে একজন একটি সুরম্য অট্টালিকার গল্প করলো। যার চারদিকে পুষ্পশোভিত বাগান, পাদদেশে বইছে নয়নাভিরাম নহর, খাট-পালঙ্ক-গালচায় সে উদ্যান সুসজ্জিত, সৌন্দর্য সখেনে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর বলল, এই যে অট্টালিকা, আর তার চারপাশের যাবতীয় সাজসজ্জা সব কনিতু নজি নজি হয়েছে। কটে এগুলো তরৈ করনি। এ কথা শুনলে আপনি নিঃসন্দেহে লোকটিকে মথিযাবাদী সাব্যস্ত করবনে এবং তার এ দাবীকে হসে উড়িয়ে দবনে। তাই যদি হয়, তবে কভিবে এ কথা মনে নয়ো সম্ভব যে - এ সুবশাল মহাবশ্বি, আকাশমণ্ডল, গ্রহ-নক্ষত্র-তারকারাজি, এত নখিত এত নপিণ সবকছি কোন একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আপনাআপনি তরৈ হয়েছে?

এক মরুচারী বদেঈনের মাথায়ও স্রষ্টির অস্বত্বিবে এ যুক্তনির্ভর প্রমাণটি অবলীলায় খলে গিয়েছিলো। দ্বিধাহীন চিত্তে সে এটি প্রকাশ করেছে। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, “কভিবে তুমি তেয়ার রব্কে চনিলে?” সে বললো, “উতরে বশ্টি দেখে আপনি বুঝে ননে যে এ পথে উট হটেছে। পায়রে চহিন দেখে আপনি বুঝে ননে যে, এ পথে কটে একজন চলছে। তাহলে স্তরে স্তরে সাজানো আকাশ, দেশে-মহাদেশে বভিক্ত জমনি, তরঙ্গ বক্শিব্ধ উতাল সমুদ্র...এগুলো কনে প্রমাণ করবনে না যে, একজন সর্বদ্রষ্টি সর্বশ্রোতা মহান সৃষ্টিকর্তা অবশ্বই আছেন।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর কর্তৃত্ব ও প্রতপালকতবে বশ্বাস স্থাপন: অর্থাৎ এ বশ্বাসে অটল থাকতে হবে যে, আল্লাহ

একমাত্র রব, একমাত্র প্রতাপালক। এই মহাবিশ্ব পরচালনায় তার আর কোন অংশীদার বা সহযোগী নাই।

রব (رب) বলা হয় তাঁকে যিনি সৃষ্টি করেন, পরচালনা করেন এবং মালিকানা যার জন্য। সুতরাং – আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নাই। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মালিকি নাই। তিনি ছাড়া আর কোন বিশ্ব পরচালকও নাই। পবিত্র করোনে অনেকে জায়গায় এ ঘোষণা বারবার উচ্চারিত হয়েছে - “জনে রাখুন, সৃষ্টি করা ও হুকুমের মালিক তিনি।” [সূরা আ'রাফ ৭:৫৪] “বলুন! তিনি কৈ, যিনি আসমান ও জমনি হতে তোমাদেরকে রজিকি পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কৈ তিনি, যিনি করণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কৈ, যিনি জীবতিকে মৃত থেকে আর মৃতকে জীবতি থেকে বরে করে আনেন? আর তিনি কৈ, যিনি সমস্ত কার্যাদি পরচালনা করেন? অবশ্যই তারা বলবে যে তিনি একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং আপনি বলুন, তবে কেন তোমরা তাঁকে ভয় করছ না। [সূরা ইউনুছ ১০:৩১] “তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কার্য পরচালনা করেন। তারপর তা একদিন তাঁর কাছেই উঠবে।” [সূরা হা-মীম সজেদা, ৩২:০৫] “তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতাপালক। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহ্র পরবির্তে যাদেরকে ডাকো, তারা তো খজুর আঁটির উপরে পাতলা আবরণ বরাবর (অতি তুচ্ছ কচুরও) মালিকি নয়।” [সূরা ফাতরি ৩৫:১৩]

একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন। সূরা ফাতহিয়ায় আল্লাহ্ বলছেন, **مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ** অর্থাৎ “তিনি বিচার দিবসের মালিক।” অন্য কবরোতে এসেছে **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** অর্থাৎ “তিনি বিচার দিবসের রাজা বা বাদশাহ।” এই দুটি কবরোতকে যদি আপনি একত্রিত করেন তাহলে চমৎকার একটি তাৎপর্য বেরিয়ে আসবে। রাজত্ব ও কর্তৃত্ব বুঝাতে “مَلِكٌ” (অধিকর্তা) শব্দদ্বয়ে চলে “مَلِكٌ” (রাজা) শব্দটি বেশী প্রাঞ্জল ও অর্থবোধক। কিন্তু কখনো কখনো “مَلِكٌ” (রাজা) দ্বারা শুধু নামসর্বস্ব কর্তৃত্বহীন রাজাকেও বুঝানো হয়। অর্থাৎ সে “مَلِكٌ” বা বাদশাহ-ই কিন্তু তার হাতে কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা না থাকায় তাকে “مَلِكٌ” বা অধিকর্তা বলা যায় না। এজন্য দুই কবরোতের “مَلِكٌ” ও “مَلِكٌ” শব্দদ্বয় একত্র করলে আল্লাহ্র জন্য রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দুটোই নরিধারিত হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্র উপাস্যত্ব বশির্বা স্থাপন:

অর্থাৎ মনোপ্ৰাণে একথা বশির্বা করতে হবে যে- আল্লাহ্ই একমাত্র ইলাহ্ তথা সত্য উপাস্য। উপাসনা প্রাপ্তিতে আর কটে তাঁর অংশীদার নয়। ইলাহ্ (إِلَٰه) অর্থ হলোঃ সম্মান ও বড়ত্বের কারণে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় যার উপাসনা করা হয়। আর এটাই মূলতঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** এর তাৎপর্য। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নাই। আল্লাহ্ বলেন, “আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্। সেই দয়াময় ও পরম দয়ালু ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।” [সূরা বাকারা ২:১৬৩] আরও বলেন, “আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নশিচয়ই তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এবং ফরেশেতাগণ ও জ্ঞানবানগণও এ সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি (আল্লাহ্) ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নাই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা আলে ইমরান ৩:১৮]

আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যা কছির ইবাদত করা হয়, কথিবা আল্লাহর সাথে আর যারই উপাসনা করা হয়...তার উপাস্যত্ব নঃসন্দেহে বাতলি। কারণ তিনি ছাড়া আর কারো উপাসনা পাওয়ার অধিকার নাই। আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ, তিনিই একমাত্র সত্য। তারা তার পরবর্ত্তে যাকে ডাকে, তা বাতলি। আর আল্লাহ সুউচ্চ, মহান।”[সূরা হজ্জ ২২:৬২]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ঐত্থা উপাস্য বা দেবতা নাম দলিহে সে উপাসনা পাওয়ার উপযুক্ত হতে পারে না। “লাত, মানাত, উজ্জা-র” প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, “এগুলোটো কতক নামমাত্র, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছে। যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি।”[সূরা নাজম: ২৩] ইউসুফ (আঃ) এর গল্প বলতে গিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেন, ইউসুফ কারাগারে তার দু’সঙ্গীকে বলছিলেন, “ভিনি ভিনি বক্শিত বহু প্রতাপালক শ্রয়ে? নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা শুধু কতকগুলো নামের ইবাদত করছো, যে সব নাম তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছে। এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নাই।”[সূরা ইউসুফ ১২:৩৯-৪০]

সুতরাং, আল্লাহ ছাড়া আর কউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। একমাত্র তাঁর জন্য ইবাদতকে একীভূত করতে হবে। কোন নকৈট্যপ্রাপ্ত ফরেশেতা, কথিবা প্রেরতি নবী, কথিবা অন্য কোন কছির এ ক্ষেত্রে তাঁর অংশীদার হতে পারে না। এজন্যই শুরু থেকে শেষে পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মূল শ্লোগান ছিল একটাই। “আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নাই।” لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ আল্লাহ বলেন, “আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই, তার প্রতি ওহী ব্যতীত যে- আমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নাই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।”[সূরা আম্বিয়া, ২১:২৫] আল্লাহ আরো বলেন, “আমি প্রত্যেকে জাতরি জন্য রাসূল পাঠিয়েছি এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগুতকে বর্জন করবে।”[সূরা নাহল, ১৬:৩৬] এতকছির পরও মুশরকিরা কভাবে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বাতলি উপাস্যদের উপাসনা করত??!

চতুর্থত: আল্লাহর সুন্দর নাম ও সফিতসমূহের উপর বশ্বাস স্থাপন: অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নজিরে জন্য তাঁর কতিবে বা তাঁর রাসূলের সুন্নতে যে সমস্ত উপযুক্ত সুন্দর নাম ও সফিত সাব্যস্ত করছেন সেগুলোক কৈ ধরনের তাহরীফ (تحريف-গুণকে বকিত করা), তা’তীল (تعطيل-গুণকে অস্বীকার করা), তাকযীফ (تكيف-গুণ বা বশেষিট্যের অবয়ব নরধারণ করা) বা তামসীল (تمثيل-মাখলুকের গুণের সাথে সাদৃশ্য দয়ো) ছাড়া নঃসঙ্কোচে মনে নয়ো। আল্লাহ বলেন, “আর আল্লাহর সুন্দর সুন্দর ভালো নাম রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁকে সসেব নামহে ডাকবে। আর তাদরেক বর্জন করো, যারা তাঁর নাম বকিত করে। অচরিহে তাদরেক তাদরে কৃতকর্মের প্রতফিল দয়ো হবে।”[সূরা আ’রাফ, ৭:১৮০] আল্লাহর জন্য সুনরদিশ্ট সুন্দর নাম সাব্যস্ত থাকার ব্যাপারে এ আয়াতটি সুস্পষ্ট দলীল। আল্লাহ বলেন, “আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ গুণ তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[সূরা রুম, ৩০:২৭] এ আয়াতটি আল্লাহর পরপূর্ণ সফিতসমূহ সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ। কনেনা, আয়াতে বর্ণতি الْمَلُ الْأَعْلَى অর্থ হলো الْأَكْمَل তথা পরপূর্ণ গুণ। এ আয়াতদুটো আল্লাহর নাম ও সফিতের বশিট আমভাবে সাব্যস্ত করে। পাশাপাশি এগুলোর বস্তিতরতি বর্ণনা করোনে ও

হাদসি প্রচুর বদ্যমান।

“আল্লাহর নাম ও সফিতরে” অধ্যায়টি জ্ঞানরে এমন একটি শাখা যে বসিয়ে মুসলমি উম্মাহ চরম মতপার্থক্যে লপ্ত হয়ছে। এ মতপার্থক্যগুলোর সূত্র ধরে তারা নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ছে। এই মতভেদপূর্ণ পচ্ছলি পটভূমকায় আমাদরে অবস্থান হলো আল্লাহর নর্রদশেতি “নর্রাপদ অবস্থান।” তনর্র বলনে, “যদ তিওমাদরে মধ্যে কোন বসিয়ে কোন মতবর্রোধ হয়, তবো আল্লাহ ও রাসূলের দকি প্রত্যাভর্রততি হও, যদ তিওমরা আল্লাহ ও পরকালে বশ্র্রবাস করে থাকো। এটাই কল্যাণকর ও শ্র্রেষ্টের পরসিমাপ্ততি।”[সূরা নসি : ৫৯] সুতরাং, আমরা এ বসিয়ে যাবতীয় মতপার্থক্যকে আল্লাহর কতিব ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুননতরে দকি ফর্রাই। পাশাপাশি এ ক্ষতেরে আমাদরে সৎকর্রমশীল পূর্বসূর্র সাহাবয়ে কেরোম ও তাবয়ীদরে মতামতগুলো পর্যালোচনাপূর্বক গ্রহণ কর্রি। কারণ তাঁরা হলনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার তাৎপর্য বোঝার ক্ষতেরে সবচেয়ে যোগ্য ও বজ্র্র ব্যক্তি। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সাহাবীদরে প্রশংসা করতে গিয়ে কত সুন্দর করাই না বলছেন: “তিওমাদরে মধ্যে কেউ যদ কন পথ অনুসরণ করতে চায়, তবো সে যনে যাঁরা মারা গছেন তাঁদের পথ অনুসরণ করে। কারণ, জীবতির্রা ফতেনার আশংকা থেকে নর্রাপদ নয়। আর সে সব মূতরা হলনে রাসূলের সঙ্গী-সাথীরা। তাঁরা এ উম্মতরে মাঝে হৃদয়ের দকি থেকে সবচেয়ে স্বচ্ছ ও পবত্র্রি, জ্ঞানরে দকি থেকে সবচেয়ে গভীর, আর কূত্র্রমি আচরণরে দকি থেকে সবচেয়ে স্বল্প। তাঁরা এমন একদল লোক, যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর দ্বীন প্রতষ্টার জন্য এবং তাঁর রাসূলের সাহচর্যরে জন্য মনোনীত করছেন। সুতরাং তাঁদেরকে যথায় মর্যাদা প্রদান করো। তাঁদের অনুসৃত পথ আঁকড়ে ধরো। কারণ তাঁরা হলনে সঠক পথরে উপর প্রতষ্টতি।”

যে কেউ এ অধ্যায়ে (আল্লাহর নাম ও সফিত) সাহাবী ও তাবয়ীদরে দখনো পথ থেকে সরে গিয়েছে, সেই ভুল করছে। পথভ্রষ্ট হয়ছে। মুমনিদরে রাস্তা থেকে ছটিকে পড়ছে। এবং আল্লাহর সেই ঘোষতি শাস্তর্রি উপযুক্ত হয়ছে যাতে তনর্রি বলনে, “হদোয়তেরে পথ প্রকাশতি হওয়ার পরও যে ব্যক্তি রাসূলের বর্রিদ্ধাচরণ করে এবং মুমনিদরে পথ ছড়ে অন্য পথরে অনুগামী হয়, তবো সে যাতে নর্রিষ্ট আছে আম তাকে তাতই প্রত্যাভর্রততি করবো এবং তাকে জাহান্নামে নকিষপে করবো। আর সেটো কতইনা নকিষ্ট প্রত্যাভর্রতনস্থল।”[সূরা নসি ৪:১১৫]

আল্লাহ তায়ালা হদোয়তেরে জন্য শরত করে দয়িছেন যে, ঈমান হতে হবো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গীদরে ঈমানরে মত। ইরশাদ হচ্ছো- “অনন্তর তিওমরা যর্রূপ বশ্র্রবাস স্থাপন করছে, তারাও যদ তিদ্রূপ বশ্র্রবাস স্থাপন করে তবো নশ্র্রিচয়ই তারা সুপথ প্রাপ্ত হবো।”[সূরা বাকারাহ ২:১৩৭] বুঝা গেলে তাদরে অনুসৃত পথ থেকে যে ব্যক্তি যত বশৌ দূরে সরে যাবে, তার হদোয়তে প্রাপ্তর্রি পরমিাও সে হারে কমে আসবে। সুতরাং আল্লাহর নাম ও সফিতরে এ অধ্যায়ে আমাদরে জন্য আবশ্যক হলো-

- আমরা আল্লাহর জন্য কবেলমাত্র সে সব নাম ও সফিত সাব্যস্ত করব, যা তনর্রি অথবা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাব্যস্ত করছেন।

- এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসসমূহকে এর প্রকাশ্য অর্থের উপরে রাখব; রূপকার্থ খুঁজতে যাবো না।
- রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীরা এগুলোর ক্ষেত্রে যে রূপ বিশ্বাস রাখতেন, আমরাও তাই রাখব। কারণ তাঁরা ছিলেন উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাণী।

পাশাপাশি আমাদেরকে জনে রাখতে হবে যে, এখানে চারটি বিষয় রয়েছে, যগুলো বপিদসংকুল খাদরে মত। যে ব্যক্তি এগুলোর কোনটায় পড়বে, আল্লাহর নাম ও সফাতের ব্যাপারে তার ঈমান যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে না। এক্ষেত্রে ঈমানকে সঠিক মাত্রায় ধরে রাখতে হলে এ চারটি বিষয় থেকে অবশ্যই বঁচতে থাকতে হবে। সেগুলো হল- তাহরীফ (গুণকে বর্জিত করা), তা'তীল (গুণকে অস্বীকার করা), তামসীল (মাখলুককে গুণের সাথে সাদৃশ্য দান) ও তাকযীফ (গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অবয়ব নির্ধারণ করা)।

(১) তাহরীফ (تحريف)

আল্লাহর নাম ও সফাত সংক্রান্ত কোরান বা হাদিসের নস্সমূহকে (স্পষ্ট দলীলসমূহকে) এর সঠিক অর্থ থেকে পরিবর্তন করে অন্য দিকে সরিয়ে নেয়া, কথিবা অন্য অর্থ করা, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উদ্দেশ্য করেননি। যমেন- (يد الله) তথা আল্লাহর হাত। আল্লাহর হাত থাকার সফাতটিকে কোরান ও হাদিসের অনেকে নস্স দ্বারাই প্রমাণিত। এখানে “হাত” কে নেয়ামত বা কুদরত অর্থে গ্রহণ করা তাহরীফ।

(২) তা'তীল (تعطيل)

আল্লাহর সকল নাম ও সফাতকে অস্বীকার করা কথিবা এর কোন কোনটিকে অস্বীকার করাকে “তা'তীল” বলে। সুতরাং কউে যদি কোরান ও হাদিসে বর্ণিত আল্লাহর নাম ও সফাতসমূহের কোন একটিকেও মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলেই সে তার ঈমানকে যথার্থভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হলো না।

(৩) তামসীল (تمثيل)

আল্লাহর কোন সফাত বা বশিষণকে সৃষ্টির সফাতের সাথে সাদৃশ্য প্রদান করাকে “তামসীল” বলে। যমেন কউে যদি বলে- ‘আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মত বা মাখলুক যতাবে শুনতে আল্লাহ ও সতাবে শোনেনে কথিবা আল্লাহ আরশের উপরে সতাবেই বসে আছেন যতাবে মানুষ চয়রে বসে...’

সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের সাথে স্রষ্টির বৈশিষ্ট্যকে তুলনা করা নঃসন্দেহে বাতলি। আল্লাহ বলেছেন, “কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা শূরা: ১১]

(৪) তাকযীফ (تكيف)



আল্লাহর সফিত তথা বশেষিট্‌সমূহে অকৃত-প্রকৃত ও হাকীকত নর্ধারণ করাকে “তাকয়ীফ” বলে। অর্থাৎ মানুষ তার কল্পনার দৌড় অনুযায়ী বা ভাষার চতুরতার আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর গুণাবলীর ধরণ নর্ধারণ করা। এটা অকাট্যভাবে নর্ধিদ্ধ ও বাতলি। মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় আল্লাহর সফিতরে বশেষিট্‌স জানা। আল্লাহ বলেন, “তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে আয়ত্ত করতে পারব না।”[সূরা ত্বহা: ১১০]

‘ঈমান বলিলাহ্’ এর এ চারটি দকি যে ব্‌যক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পরেছে সে ব্‌যক্তি আল্লাহর প্রতি যথাযথভাবে ঈমান এনছে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের উপর অবচিল রাখুন। আর তিনিই সর্বজ্ঞ।

দখুন: শায়খ উছাইমনি রচতি “শারহুল উছুলি ঈমান”।